প্রথম আলো

তারিখ ... 12 MAY 2013 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

মাধ্যমিকে ১.১ শতাংশ শিক্ষার্থী কারিগরি শিক্ষায় অংশ নেয়

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

বাংলাদেশে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণের (টিভিইটি) অবস্থা খুবই নাজুক। মাধ্যমিক পর্যায়ে (ষষ্ঠ থেকে দশম) টিভিইটিতে অংশগ্রহণের হার মাধ্যমিকে ভর্তি হওয়া শিক্ষার্থীর মাত্র ১ দশমিক ১ শতাংশ, যা এশিয়ার অন্যান্য দেশের তুলনায় অর্ধেক। তবে উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ে (একাদশ ও দ্বাদশ) এ অংশগ্রহণের হার কিছুটা বেশি, ৪ দশমিক ৭ শতাংশ।

বেসরকারি সংস্থা গণসাক্ষরতা অভিযানের বার্ষিক গবেষণা প্রতিবেদন এডুকেশন ওয়াচে (২০১১-১২) এই চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। গতকাল শনিবার রাজধানীর এলজিইডি ভবনে এক অনুষ্ঠানে 'বাংলাদেশে দক্ষতা বিকাশ : তরুণ কর্মদক্ষতার প্রতিকৃতি সম্ভাবনা' শীর্ষক এই প্রতিবেদনটি আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করা হয়। প্রতিবেদনে ১০ থেকে ২৪ বছর বয়সীদের নিয়ে নমুনা চয়ন করা হয়। প্রতিবেদনের সারসংক্ষেপ উপস্থাপন করেন এডুকেশন ওয়াচের মুখ্য গবেষক মনজুর আহমদ।

প্রতিবেদনে বলা হয়, টিভিইটি অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে শহুরে এলাকা এগিয়ে আছে। গ্রামীণ এলাকায় টিভিইটিতে অংশগ্রহণের হার ২ দশমিক ৪ এবং পৌরসভা এলাকায় এ হার ৩ দশমিক ৩ শতাংশ। মহানগরগুলোতে অংশগ্রহণের হার ৫ দশমিক ৪ শতাংশ, যা গ্রাম ও পৌরসভার অংশগ্রহণকারীদের চেয়ে অনেক বেশি। এ বৈষম্য কমিয়ে আনার জন্য গ্রাম ও পৌরসভাগুলোতে উপযুক্ত টিভিইটির ব্যাপক প্রসার প্রয়োজন। লৈঙ্গিক বিবেচনায় টিভিইটিতে মেয়েদের অংশগ্রহণ ছেলেদের এক-তৃতীয়াংশ মাত্র।

প্রতিবেদনে বলা হয়, প্রধানত সংজ্ঞায়ন এবং দৃষ্টিভঙ্গির কারণে টিভিইটি অভিগম্যতা, মান, সমতা এবং প্রাসঙ্গিকতার ব্যাপারে বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা বিদ্যমান। এই প্রতিবন্ধকতা মোকাবিলার জন্য রাজনৈতিক ও নীতিগত লক্ষ্য নির্ধারণ করে জাতীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীদের সর্বোচ্চ পর্যায়ের সমর্থনসহ একটি বৃহত্তর এবং সমন্বিত দক্ষতা উন্নয়ন উদ্যোগ প্রয়োজন। এ লক্ষ্য অর্জনে যেকোনো বাধাবিপত্তি অতিক্রম করতে বদ্ধপরিকর হতে হবে এবং রাজনৈতিক অঙ্গীকার অনুযায়ী কাজ করতে হবে।

প্রতিবেদনে বলা হয়, সার্বিকভাবে দুই-তৃতীয়াংশ তরুণ টিভিইটিতে অংশগ্রহণের জন্য তাদের আগ্রহের কথা জানিয়েছে।

টিভিইটির সীমিত গণ্ডি থেকে বেরিয়ে এসে সাধারণ শিক্ষা, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা, শিক্ষার দ্বিতীয় সুযোগ, কর্মক্ষেত্রে দক্ষতা বিকাশসহ অন্যান্য পেশাগত প্রশিক্ষণ—এসবের সমন্বয়ে একটি ব্যাপক দক্ষতা বিকাশের রূপরেখা তৈরিসহ বিভিন্ন ধরনের সুপারিশ করা হয়েছে প্রতিবেদনে।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেন, 'কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ছাড়া আমরা এগোতে পারব না। বাস্তবে এই শিক্ষা দেশে খুবই অবহেলিত ছিল। তবে আমরা এই শিক্ষার উন্নয়নে ব্যাপক উদ্যোগ নিচ্ছি। চার বছর আগে যখন দায়িত্ব নিই তখন দেশের মোট শিক্ষার্থীর মাত্র ১ শতাংশ এই শিক্ষায় পড়ত। নানা উদ্যোগের ফলে এখন এই হার হয়েছে ৬ শতাংশ।'

মন্ত্রী কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার উন্নয়নে বিভিন্ন ধরনের উদ্যোগ ও সম্ভাবনার চিত্রের কথা উল্লেখ করেন।

স্বাগত বক্তব্যে গণসাক্ষরতা অভিযানের নির্বাহী পরিচালক রাশেদা কে চৌধুরী বলেন, বৈজ্ঞানিক উপায়ে প্রণীত এই গবেষণা প্রতিবেদন মানব দক্ষতা উন্নয়নে সরকার কাজে লাগাতে পারবে।

গণসাক্ষরতা অভিযানের চেয়ারপারসন কাজী রফিকুল আলমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য দেন জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কাউন্সিলের নির্বাহী কমিটির কো-চেয়ারম্যান সালাহউদ্দিন কাসেম খান, সুইজারল্যান্ডের রাষ্ট্রদূত উরস হ্যারেন, ব্র্যাকের ভাইস চেয়ারম্যান এ এম আর চৌধুরী প্রমুখ।

গণসাক্ষরতা অভিযানের গবেষণা প্রতিবেদন

- গ্রামীণ এলাকায় টিভিইটিতে অংশগ্রহণের হার ২ দশমিক ৪
- পৌরসভা এলাকায় এ হার ৩ দশমিক ৩ শতাংশ
- মহানগরগুলোতে এ হার ৫ দশমিক ৪ শতাংশ